Volume – 3 | Issue – II | Mar-Apr 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

কান্টের ভাবনায় মনুষ্যেতর প্রাণীর অবস্থানঃ একটি সমালোচনামূলক আলোচনা

স্বপন বাগ [১]

Abstract

বর্তমান সময়ে প্রাণীনৈতিকতার আলোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। বস্তুত Aldo Leopold এর 'Land Ethics' বা Rachel Carson লেখা 'Silent Spring' মনুষ্যেতর প্রাণের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের বিষয়টিকে নিশ্চিত করেছে। বর্তমানে মানুষের মনে এই ভাবনা গ্রথিত হয়ে আছে যে, পৃথিবীটা শুধু মানুষের জন্য নয়। মানুষ, অন্যান্য প্রাণীদের মতোই এই পৃথিবীর সদস্য মাত্রই। মানুষের পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তি কে মূলধন করে মনুষ্যেতর প্রাণী অপেক্ষা অধিকতর কিছু দাবি করা নৈতিক দিক থেকে কোনভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। মানুষের যেমন এই পৃথিবীতে শান্তিতে বেঁচে থাকার, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম রেখে যাওয়ার অধিকার আছে তেমনি মনুষ্যেতর প্রাণীকুলেরও সমান অধিকার আছে। অন্যভাবে বলাযায় যে আমার বেঁচেথাকার অধিকার যেমন কেউ হরণ করতে পারে না, তেমনি মনুষ্যেতর প্রাণীর অধিকার কেউ হরণ করতে পারে না। পার্থক্য শুধু এই মানুষ যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে, পশু পারেনা। এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গিকে দার্শনিক তত্ত্বের আলোকে বিচার করলে একে অমানবকেন্দ্রীক ভাবনা বলে অভিহিত করা যায়। একথা ঠিকযে বর্তমানে অমানবকেন্দ্রিক হওয়াটাই দস্তুর। এই ভাবনার আলোকে কান্টীয় দর্শনে মনুষ্যেতর প্রাণীর অবস্থানের বিষয়টিকে আলোচনা করার চেষ্টা করছি।

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে কান্টের দর্শনে বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব অবিংসবাদী ভাবে প্রতিষ্ঠিত। তাই সেখানে মানুষের মতো বুদ্ধিমত্তা না থাকায় প্রাণীকুলের অবস্থান যে মানুষের সমান হবে না- সে কথা বলাই বাহুল্য। অর্থাৎ কান্টকে অমানবকেন্দ্রিক বলার জায়গা নেই; মানবকেন্দ্রিকতা এই দর্শনের মুখ্য বিষয়। কিন্তু গভীরভাবে কান্টীয় দর্শন বিশ্লেষণ করলে আপাত দৃষ্টিতে কান্টের সম্পর্কে যে ভাবনা আমাদের মনে উদয় হয় তার যথার্থতা প্রসঙ্গে প্রশ্ন জাগে। আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধে মূল যে জিজ্ঞাস্য বিষয়টি কেন্দ্রে রয়েছে তাহল- কান্টীয় দর্শনকে চরম অর্থে মানবকেন্দ্রীকতাবাদ বলা যাবে, নাকি কান্টীয় দর্শন অমানবকেন্দ্রিকতার পথ অনুসরণকারী?

আমাদের মতে কান্টীয় দর্শন প্রচলিত ভাবনার বাইরে বেরিয়ে আসার উপযুক্ত উপাদানের ধারক ও বাহক। সমালোচকরা যে ভাবে কান্টকে মানবকেন্দ্রীকতাবাদী দার্শনিক রূপে অভিহিত করেছে তা যথার্থ নয়, বরং কান্ট একজন যথার্থ অর্থে প্রাণীর অধিকার রক্ষার আন্দোলনের পূর্বসূরী।

বীজ শব্দঃ *মানবকেন্দ্রীকতাবাদ, অমানবকেন্দ্রীকতাবাদ, প্রাণীনৈতিকতা, বুদ্ধিবৃত্তি, প্রাণীমুক্তি আন্দোলন*

ISSN: 3049-0278 (Online)
Crossref DOI (Crossref)Prefix: 10.63431
AIJITR - Volume - 3, Issue - II, Mar-Apr 2026

Copyright © 2026 by author (s) and (AIJITR). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

আধুনিককালে মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীর সম্পর্কে বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে এসে দাঁড়িয়েছে। মানুষ যে এতদিন শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা নিয়ে জগতের উপর নিজের কর্তৃত্বের ছড়িখানা অবাধে ঘুরিয়েছিল তা আজ প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। নৈতিকতা বাদীরা মানুষের তথাকথিত শ্রেষ্ঠত্বের দাবী কে অস্বীকার করে মানুষ এবং পশু উভয়কে একই মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করার পক্ষপাতি।

[১] *গবেষক, দর্শন ও জীবন জগৎ বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়*

DOI Link (Crossref) Prefix: https://doi.org/10.63431/AIJITR/3.II.2026.81-86
AIJITR, Volume 3, Issue –II, March - April, 2026, PP.81-86
Received on 1st March, 2026 & Accepted on 10th March, 2026, Published: 31st March, 2026

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

প্রাণী নৈতিকতাবাদীদের জোরালো দাবি, মনুষ্যেতর প্রাণের প্রতি মানবজাতির কর্তব্য রয়েছে। তাদের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের সময় এসেছে। বস্তুত মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও অমানবকেন্দ্রিকতাবাদের ভাবনার মধ্যে নৈতিক বিচারে অমানবকেন্দ্রিকতা আধুনিক কালে গ্রহণযোগ্য মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন মানুষের পশুর প্রতি অপরোক্ষ দায়িত্য রয়েছে। আবার কেউ কেউ, পরোক্ষ কর্তব্যে বিশ্বাসী। কান্টের এই ভাবনা থেকেই অর্থাৎ মনুষ্যেতর প্রাণের প্রতি পরোক্ষ কর্তব্যবাদের ভাবনা থেকে কান্টের মতবাদের সমালোচনার জায়গাটি তৈরি হয়। সমালোচনার ক্ষেত্রে যে দিকটি উঠেআসে- সেটি হলো- কান্টের মানবপ্রীতি। বিভিন্ন চিন্তাবিদ, যেমন Nico Dario Muller, Christine M. Korsgaard, John J. Callanan এবং Lucy Allais প্রমুখ চিন্তাবিদরা মনে করেন যে কান্টের ভাবনা কেবল পরোক্ষ কর্তব্যের সম্পাদনের বিষয়টি ফুটে উঠেছে তা নয় বরং এখানে পরোক্ষ কর্তব্যবাদের মধ্য দিয়ে মনুষ্যেতর প্রাণীর নৈতিক সত্তাকে স্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ মনুষ্যেতর প্রাণীকে নৈতিক প্রাণীরূপে স্বীকৃতি দিয়েছে।

প্রথমে একটি বিষয় পরিষ্কার করেনেওয়া ভালো যে মানুষের সঙ্গে মনুষ্যেতর প্রাণীর সম্পর্কের বিষয়টি মানুষের দায়বদ্ধতার ভাবনার উপর দাঁড়িয়ে আছে। মনুষ্য হিসাবে আমাদের এটা কর্তব্য যে 'আমার' এই শব্দটির মধ্যে কেবল হোমস্যাপিয়েন্স প্রজাতিকে অন্তর্ভুক্ত না করে মনুষ্যেতর প্রাণীকেও অন্তরর্ভুক্ত করতে পারি। 'আমরা' এই শব্দটির দ্বারা মানুষ এবং প্রাণী উভয়ের অবস্থান সম্পর্কে একটা বিষয় নিশ্চিত করে। এই বিষয়টি হলো, আমাদের ভাগ্য অন্তত পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয় অভিন্ন। অর্থাৎ মানুষ এবং মনুষ্যেতর প্রাণীর উভয়েই সমান আধিকারে দাবী রাখে। এই সমান অধিকারের ধারণা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সমানিধিকারের ধারণার সমতুল নয়। কিন্তু পরিবেশের সদস্য হিসেবে যন্ত্রণাহীন জীবন যাপনের দিক থেকে সমান অধিকার দাবি করে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই সমগ্র জগতে আমরা অনান্য প্রাণীদের মতো বাস করি মাত্র। বলা হয়েছে "That is to say, we share the world with other living beings who are, to varying degrees, sentient, intelligent and self-aware These other creatures find themselves, as we find ourselves, thrown into the world and faced with basic tasks of living: feeding themselves, raising children, and dealing with all the difficulties and dangers that arise from doing these things in a world where others,"[1]। এই পৃথিবীতে মানুষ যেমন বসবাস করে, বেঁচে থাকে এবং বংশবিস্তার করে; তেমনি প্রাণীকূলও বেঁচে থাকে, বসবাস করে এবং বংশবিস্তার করে। সুতরাং মানুষ এবং মনুষ্যেতর প্রাণী সকলে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অবলম্বন করে। অথচ আমরা মনুষ্যেতর প্রাণীকে, যারা এই পৃথিবীতে আমাদের সঙ্গে বাসকরে তাদের খাদ্যের জন্য হত্যাকরি, উৎপাদনের জন্য ফার্মহাউস করি, চিত্তবিনোদনের জন্য ব্যবহার করি ইত্যাদি।

মানুষের এই আচরণ অবধারিতভাবে নৈতিক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। মানুষের কি মানুষ্যেতর প্রাণীর প্রতি ধ্বংসমূলক আচরণ করা উচিত? প্রশ্নটিকে অন্যভাবে উত্থাপন করা যেতে পারে, মনুষ্যেতর প্রাণীর সঙ্গে কিভাবে আচরণ করা উচিত? এর সঙ্গে আরো যে প্রশ্নগুলি এসে উপস্থিত হয়; আমরা কি কেবল মানুষের বিবেচনার কথায় বলবো নাকি মনুষ্যেতর প্রাণীকেও নৈতিকতার সীমানায় অন্তর্ভুক্ত কোরবো?

একথা কি সত্য যে মনুষ্যেতর প্রাণী অপেক্ষায় মানুষ মূল্যবান? প্রশ্নটি কে সামনে রেখে আমরা বলতে পারি যে জগৎ উৎপত্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বাইবেলের যে অভিমত তা আসলে মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা মাত্র। সেখানে মনুষ্যেতর প্রাণীকে মানুষের সম্পত্তি ছাড়া আর কিছু বলা হয়নি। বাইবেলের বিখ্যাত উক্তিহলো-

"And God said, let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

So God created man man in his own image, in the image of God created He him: male and female created He them.

And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the foul of the air, and over every living thing that move upon the earth"[2]।

উপরিক্ত বক্তব্যটি থেকে একথা পরিষ্কার যে বাইবেলে সৃষ্টিতত্ত্বের ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জীবকূলের মধ্যে মানুষকেই শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছে। মানুষ সমগ্র জগতের উপর প্রভুত্ব করার অধিকারী। শুধু তাই নয় 'ঈশ্বর তার নিজের আদলে মানুষ সৃষ্টি করেছেন'- এই বক্তব্যটি মনুষ্যকেন্দ্রিকতাবাদের চূড়ান্ত প্রতিফলন। কারণ এখানে ঈশ্বরের অনুপস্থিতিতে মানুষকে ঈশ্বরের সমতুল বলে গণ্য করা হয়েছে। পার্থক্য শুধু

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

এই যে মানুষ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট এবং ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট জগতের প্রভু। ফলে মানুষ কে তার সম্পাদিত কাজের জন্য কোন ব্যাখ্যা প্রদান করতে হয় না। এমনকি মানুষের দ্বারা সম্পাদিত প্রাণী হত্যার কাজও নৈতিক প্রশ্নের সম্মুখীন হবে না। কারণ এই জগৎ মানুষের অধিকারে রয়েছে; অধিকারী হিসাবে মানুষ তার অধিকারে থাকা যে কোন প্রাণীকে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করতে পারে। আসলে এখানে মানুষই কেবল স্বতঃমূল্যের অধিকারী- এই কথাটি স্পষ্ট ভাবে বিবৃত হয়েছে। অন্যদিকে সমগ্র জগৎ এবং মানুষ্যেতর প্রাণীকূল পরতঃমূল্যের অধিকারী। কান্টের ক্ষেত্রেও অনুররূপ প্রতিফলন ঘটেছে বলে দাবি করা হয়। কারণ কান্টের দর্শন চিন্তা সম্পূর্ণরূপে দাঁড়িয়ে আছে বুদ্ধিবৃত্তির উপর। কান্টের কাছে বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন প্রাণী হিসেবে কেবল মানুষই স্বতঃমূল্যের অধিকারী, প্রাণীদের অবস্থান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে কান্ট বলেন- "We do bear a moral responsibility to treat animals with a certain sympathy, since sympathy in general is an important capacity in our moral relation with other human beings"[৩]। (MM 6:443, 13-16)

অর্থাৎ কান্টের মতে প্রাণীদের প্রতি আমাদের কেবল একটি সহানুভূতি সম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে। একেই তিনি বলেছেন মানুষের সঙ্গে মনুষ্যেতর প্রাণীর নৈতিক সম্পর্ক। বস্তুত কান্ট কখনোই মানুষ এবং মনুষ্যেতর প্রাণীর সমান অধিকারে পক্ষ ছিলেন না। তিনি কেবল মনুষ্যেতর প্রাণীর প্রতি মানুষের কি ধরনের কর্তব্য রয়েছে- সেই বিষয়টিকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। সুতরাং এটা বলা যায় যে কান্ট মনুষ্যেতর প্রাণের প্রতি মানুষের প্রত্যক্ষ নৈতিক দায়বদ্ধতার জায়গাটি অস্বীকার করেছেন। প্রাণীদের অবস্থান প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "That man can have the idea "I" raises infinitely above all other beings living on earth. By this, he is a person; and by virtue of his unity of consciousness through all the changes he may undergo, he is one and the same person"[৪]। অর্থাৎ কেবলমাত্র মানুষের পক্ষেই 'আমি' এই ধারণা করা সম্ভব এবং 'আমি' এই ধারণাটিই মানুষকে সমস্ত জীবের থেকে আলাদা করেছে। 'আমি' এই ধারণ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে মানুষ যে একটি ব্যাক্তি- সে কথা প্রতিষ্ঠিত হয়। চেতনার এই ধারণ থেকে মানুষ শতপরিবর্তনের মধ্যেও অপরিবর্তনীয় স্বত্তা হিসেবে বিরাজ করে। নিশ্চিত ভাবেই একথা বলা যায় যে, মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে মানুষের মতো ব্যক্তিত্ব বোধের ভাবনা নেই। সেই কারণে কান্ট মানুষের সঙ্গে মনুষ্যেতর প্রাণীর নৈতিক সম্বন্ধ স্থাপনের ক্ষেত্রে পরোক্ষ কর্তব্য সম্পাদনের ধারণাটি এনেছেন। বস্তুত কান্টের দর্শন পাঠ করলে একথা সন্দেহাতীত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে যে, নৈতিকতার ধারণা কেবল মানুষের ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুতরাং নৈতিক জীব হিসাবে মানুষের উচিত মনুষ্যেতর প্রাণীর প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টি গ্রহণ করা। এখানে কান্ট একটি সুক্ষ যুক্তি উপস্থাপিত কোরছে। তাঁর মতে, কেবলমাত্র মানুষই যেহেতু নৈতিকতার ধারণা সম্পন্ন জীব সেই হেতু কেবলমাত্র মানুষই নৈতিক আচরণ করতে পারে। নৈতিক জীব হিসাবে একজন মানুষ যেমন আর একজন মানুষের সঙ্গে নৈতিক আচরণ করবে; তেমনি মনুষ্যেতর প্রাণীর প্রতিও তারা সহানুভূতির প্রদর্শন কোরবে। এই সহানুভূতির ধারণাটি নৈতিক জীব হওয়াররূপ ধারণার মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত।

Metaphysics of Moral এবং Lecture on Ethics এ দুটি গ্রন্থেও কান্ট মনুষ্যেতর প্রাণী সম্পর্কে একি অভিমত প্রকাশ করেছেন। সুতরাং কান্টকে নিঃসন্দেহে মানব কেন্দ্রিকতাবাদী বলা যায়। কান্টের ভাবনায় মানুষ ও পরিবেশ সম্পর্কে ভাবতে গেলে মানুষকেই আমরা কেন্দ্রে দেখতে পাই। মনুষ্যকেন্দ্রিকতাবাদের সার কথা এই যে, সমগ্র জগৎ মানুষের চেয়ে কম মূল্যবান। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রাণীদের অবস্থান ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কান্টের অভিমত অন্তত স্পষ্ট। তিনি মানুষের মতো প্রাণীকূলকে সমান মর্যাদা দেবার পক্ষপাতি নন।

তবে কান্টকে মানবকেন্দ্রিকতাবাদী বলে দাগিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে আধুনিককালে অনেক চিন্তাবিদ তাদের অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম দার্শনিক হল নিকো ডেরিওমুলার (Nico Dario Muller) মুলার ইউনিভারসিটি অফ বেসেলের (University of Basel) একজন দার্শনিক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হল 'Kantianism for Animals: A Radical Kantian Animal Ethics' এই গ্রন্থটিতে মুলার কান্টের নৈতিক চিন্তাভাবনার পুনঃমূল্যায়ন করেছেন। বিশেষ করে বিভিন্ন দার্শনিক দ্বারা মনুষ্যেতর প্রাণের প্রতি কান্টের দৃষ্টিভঙ্গি যেভাবে সমালোচিত হয়েছে মুলার তার বিরোধিতা করেছেন এবং একি সঙ্গে 'Formula of Humanity'- এর মাধ্যমে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব হিসাবে মানুষেরও প্রাণীর প্রতি, পরিবেশের প্রতি দায়িত্ববোধ রয়েছে। এই গ্রন্থের শেষ ভাগে তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে মনুষ্যেতর প্রাণীর প্রতি নৈতিক আচরণ করার ক্ষেত্রে কান্টীয় দর্শনকে ব্রাত্য না করে বরং তাকেই পথপর্দশক হিসাবে গ্রহণ করা উচিত।

এখন দেখা যাক মুলার কেন কান্টের নৈতিক দর্শনকে মানবকেন্দ্রিকতাবাদী দর্শন না বলে তাকে অমানবককেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। মুলার মনে করেন যে- কান্টের অভিমতকে কেউ কেউ প্রাণীর অধিকার প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে বক্তব্য হিসেবে গ্রহণ করতেই পারেন। তবে এই অভিমতটি চূড়ান্ত নয় "According to N D Muller, It is an obstacle insofar as it legitimises the dominant paradigm of anti-cruelty and animal welfare legislation, which condones and perpetuates the suffering and death

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

of billions of animals each year worldwide, by appeal to a philosophical system that continues to be taken very seriously"[৫]। অর্থাৎ প্রাণীকল্যাণবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কান্টীয় ভাবনা একটি বাধা স্বরূপ। কারণ এই মতবাদে প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ প্রাণী হত্যার বিষয়টিকে ক্ষমা করা হয়েছে এবং স্থায়িত্বদান করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে- "It poses a *threat* in that it can easily be weaponised for reactionary anti-animal politics that would rather undo what little progress the animal rights movement has made and give human beings even more licence to exploit animals (so long as they do not recognisably do it with cruel pleasure, of course"[৬]। অর্থাৎ Muller মতে নিশ্চিত ভাবেই মনুষ্যেতের প্রাণীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কান্টীয় ভাবনার এক ধরণের নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গি বহন করে। কিন্তু তাঁর মতে এই নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গি চূড়ান্তভাবে সত্য নয়। বরং কান্ট প্রাণী মুক্তি আন্দোলনের পূর্বসূরী হিসাবে বিবেচ্য Muller এর মতে "Under a certain description, Immanuel Kant appears like an intellectual ancestor of today's animal rights movement"[৭]। অর্থাৎ Muller দৃঢ়ভাবে ঘোষণা কোরছেন যে কান্টীয়- ভাবনাকে সমালোচকরা যতই প্রাণী মুক্তি আন্দোলনের বিরোধী বলে অভিহিত করার চেষ্টা করুক না কেন, কান্ট আসলে তা নন। বরং কান্ট প্রাণীমুক্তি আন্দোলনের বৌদ্ধিক পূর্বসূরী (Intellectual ancestor)।

মুলার এই বক্তব্য সত্যই বিপ্লবাত্মক। প্রাণীমুক্তি আন্দোলনোর সমস্ত চিন্তাবিদদের- পূর্বসূরী রূপে কান্টকে উপস্থাপিত করা যাবে কিনা- সে বিষয়ে সংশয় আছে। কারণ কান্টের নীতিবিদ্যার প্রথম এবং প্রাথমিক উদ্দেশ্য বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন প্রাণীরূপে মানুষের নৈতিক মূল্য স্বীকার করা। স্বভাবতই সেখানে মনুষ্যেতর প্রাণীর কোন স্থান নেই বলে মনে হয়। কারণ কান্টের স্পষ্ট বক্তব্য আমরা পাই jonathan Brich এর ভাবনায়, তিনি বলছেন "Fundamental worth, for Kant, goes with autonomy and moral agency. Non-human animals are not autonomous in the relevant sense, and they are not moral agent, so they have no fundamental worth"[৮]। অর্থাৎ কান্টের মতে মৌলিক মূল্য আসলে স্বাধীনতা ও নৈতিকতা কর্তা হওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। মনুষ্যেতর প্রাণীরা যেহেতু স্বাধীন নয় এবং সেই কারণেই তাদের নৈতিক সত্তারূপে বিবেচনা করা যাবে না। এক কথায় আমরা বলতে পারি যে কান্টের নৈতিকতার সীমানা বুদ্ধিবৃত্তি, আত্মস্বাধীনতা এ দুটি খুঁটির ওপর নির্ভরশীল। মনুষ্যেতর প্রাণীকূলের ক্ষেত্রে এ দুটি মানদন্ড কখনোই প্রযোজ্য নয়। তাই কান্টের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মনুষ্যেতর প্রাণীকুলকে নৈতিক সীমানার অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। সুতরাং কান্টের নীতিদর্শনে মনুষ্যেতর প্রাণের প্রতি কোন নৈতিক বাধ্যতা নেই। ধরা যাক কোন একজন ব্যক্তি কোন একটি কুকুরকে যন্ত্রনা বৃদ্ধ করছে। কুকুরটি বেঁচে থাকার জন্য প্রাণপণ চিৎকার করছে এবং নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা কোরছে। এই ঘটনাটি কান্টীয় নৈতিকতার বিচারে সমালোচনার যোগ্য নয়। কারণ কান্ট মনুষ্যেতর প্রণীর নৈতিকমূল্য স্বীকার করেন না। আমরা দাবি করতে পারি যে, যেহেতু কুকুরটির বুদ্ধিবৃত্তি নেই এবং আত্মস্বাধীনতা নেই সেইহেতু বুদ্ধিবৃত্তি এবং আত্মস্বাধীনতা বোধ যুক্ত প্রাণী হিসাবে মানুষ কুকুরটির প্রতি যেমনই আচরণ করুক না কেন তাকে নৈতিক ভাবে সমর্থন কোরতে হবে।

কিন্তু কান্ট মনুষ্যেতর প্রাণের প্রতি পরোক্ষ দায়িত্বের কথা স্বীকার করেন। সেইজন্য আমরা কান্টকে পরোক্ষ নৈতিক কর্তব্যবোধের প্রচারক বলে মনে করি। Muller এর মতে- "An indirect duty is a duty owed to someone else than its main beneficiary"[৯] (N D Muller, Ibid, P-63)। এর অর্থ হলো পরোক্ষ কর্তব্যবোধের বিষয়টি অন্যকোন একজনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এখানে যিনি প্রত্যক্ষ উপভোক্তা তার স্বার্থকে ছাড়িয়ে পরোক্ষভাবে বৃহত্তর ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত বিষয়কে স্বীকার করা হয়েছে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন,- ধরা যাক এমন একজন বেবিসিটারের (Babysitter) কথা যিনি কোনো দম্পতিকে দৃঢ়তার সঙ্গে আশ্বস্ত করেছেন যে তিনি উক্ত দম্পতির সন্তানকে তাদের অনুপস্থিতিতে যত্ন সহকারে পালন কোরবেন। এক্ষেত্রে যে বিষয়টি নিশ্চিত ভাবে প্রতিপন্ন হচ্ছে তা আসলে পরোক্ষ কর্তব্য সম্পাদন। কারণ আলোচ্য ক্ষেত্রে শিশুটি প্রত্যক্ষ উপভোক্তা অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে শিশুটি বেবিসিটারের পরিচর্চা লাভ কোরছে। কিন্তু আসলে মানসিক ভাবে আশ্বস্ত হচ্ছেন শিশুটির পিতা-মাতা। অনুরূপভাবে কান্টের পরোক্ষ নৈতিক কর্তব্যের ভাবনাটি সমগ্র প্রাণীকুলের প্রতি নৈতিক আচরণ সম্পাদনের বিষয়টিকে নিশ্চিত কোরছে। এই ভাবনার সমর্থনে কান্টের একটি বিখ্যাত উক্তি আমরা স্মরণ করতে পারি। "Cruelty to animals by humans is wrong, an evil act, because it can eventually develop a tendency to cruelty in us"[১০]। অর্থাৎ কান্ট মানুষের দ্বারা মনুষ্যেতর প্রাণীর অত্যাচারে বিষয়টিকে কখনোই সমর্থন করেননি। বস্তুত বাইবেলের বর্ণিত মতবাদের কথা আমরা বলেছি, যেখানে মনুষ্যেতর প্রাণের প্রতি মানুষের কোন নৈতিক কর্তব্যের বিষয় স্বীকার করা হয়নি, তার থেকে কান্টীয় মতবাদ ভিন্ন। তিনি স্পষ্টতই মনুষ্যেতর প্রাণের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুর আচরণের নিন্দা কোরছেন। একি সঙ্গে তিনি দাবি কোরছেন যে এইভাবে মনুষ্যেতর প্রাণীরপ্রতি নিষ্ঠুর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ কোরলে মানুষের মধ্যে এই ভাবের সঞ্চার হবে এবং বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন প্রাণী হিসেবে মানুষ তার

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

জায়গা হারাবে। অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন প্রাণী হিসাবে মানুষ কখনোই অপরাপর প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ কোরতে পারে না। এক কথায় বলা যায় যে মানুষকে তার নিজের পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য সমগ্র জগতের প্রতি নৈতিক আচরণ করতে হবে।

Muller কান্টের দর্শনের আরো একটি বিশেষ দিকের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, "Another interesting aspect of Kant's moral philosophy is that it addresses not just the rightness or wrongness of mere acts, but also the moral quality of motives. For both, Kant has a category for duties: 'Strict' duties, also called 'duties of right', prescribe mere acts irrespective of motive. 'Wide' duties or 'duties of virtue' prescribe that we adopt certain ends. The main characteristic of 'wide' duties is that their observance allows for a certain "latitude" (MM 6:390. 06–09). What Kant means, however, is not that we can pick and choose whether to observe our wide duties."[১১]। অর্থাৎ কান্ট কেবল আমাদের কাজের যথার্থতা বা অযথার্থতার কথা বলে ক্ষান্ত হননি। বরং তিনি কর্মসম্পাদনের নৈতিক উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন। একেই আমরা বলি 'Duty of Virtue' মুলার আরো বলেছেন "Since they are duties, we ought always to observe them whenever they obtain. Kant rather means to say that wide duties prescribe that we adopt certain ends or maxims, rather than that we perform certain acts (MM 6:388.32–33). But maxims or ends are, by their nature, general and can get in each other's way. Kant's own example is that a maxim of charity towards all human beings may be restricted by a maxim of parental love"[১২]।

সবশেষে একথা বলতে চাই যে কান্ট নৈতিক দর্শন আলোচনায় এমন একটি ম্যাক্সিমের (Maxiam) কথা বলেছেন যা কান্টকে সমস্ত প্রাণীমুক্তি আন্দোলনের বৈদ্ধিক পূর্বসূরি রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করবে। "Act in such a way that you always treat humanity, whether in your own person or in the person of any others, never simply as a means, but always at the same time as an end"[১৩]। অর্থাৎ এই ম্যাক্সিমটি (Maxim) স্পষ্টতই মানুষ্যেতর প্রাণীকুলের নৈতিক মর্যাদা স্বীকার কোরছে। এই ম্যাক্সিমের (Maxim) মধ্যে ব্যবহৃত 'Others' শব্দটি কেবল মানুষকেই নির্দেশ করে না; বরং মনুষ্যেতর প্রাণীকুলকেও অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং মানুষের সঙ্গে নৈতিক আচরণ করতে হলে আমাদের মনুষ্যেতর প্রাণীর সহিতও নৈতিক আচরণ করতে হবে।

তথ্যসুত্র

১। Korsgaard, Christine M, Felloe Creatures our obligations to the Other Animals, Oxford University Press, United Kingdom, 2018, P-4।

২। The Holly Bible, King James Version, Ch-1, Genisis-2, Oxford University Press, London, Red Letter Edition, P-2।

৩। C/F Muller Nico Dario, Kantianism for Animal: A Redical Kantian Ethics, Palgrave Macmillan, University of Basel, Basel, Switzerland, 2022. P-3।

৪। Immanuel Kant: Anth. KGS-VII, 127; P-9 C/F. Pojman, & Pojman, Environmental: Ethics in Theory and Application, Thompson, 2008, P-67।

৫। Muller Nico Dario, Kantianism for Animal: A Redical Kantian Ethics, Palgrave Macmillan, University of Basel, Basel, Switzerland, 2022, P- 7।

৬। তদেব, পৃ-৭।

৭। তদেব, পৃ-৩।

৮। Brich Jonathan, The Place of animals in Kantian Ethics, Review Essay, Korsgaard, Christine M, *Felloe Creatures our obligations to the Other Animals* । https://link.springer.com/article/10.1007/s10539-019-9712-0 Date- 05/01/2026

৯। Muller Nico Dario, Kantianism for Animal: A Redical Kantian Ethics, Palgrave Macmillan, University of Basel, Basel, Switzerland, 2022, P-63।

১০। Pal Santosh Kumar, Falita Nitibidya, Part-1, Levant Books, Kolkata, 2012, P-170।

১১। Muller Nico Dario, Kantianism for Animal: A Redical Kantian Ethics, Palgrave Macmillan, University of Basel, Basel, Switzerland, 2022, P-26।

১২। Ibid, P-36।

১৩। C/F Paton Herbert James, Kant the Moral Law or Ground Work of the Metaphysis of Morals, University of Oxford, London, P-33।